দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ সঙ্গে থাকছে ভাতা

১১ জানুয়ারী, ২০১৭ ইং ০০:০০ মিঃ

সম্মানজনক পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করে ভালো উপার্জন করতে চাইলে নিজেকে আগে দক্ষ হিসেবে তৈরি করতে হবে। সম্প্রতি আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার পাশাপাশি ভাতা দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। বিস্তারিত জানাচ্ছেন মো. সালাউদ্দিন

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি (বিএসিআই) ১৩ হাজার ৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেবে। স্কিলস ফর অ্যামপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট (সেপ) প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে এ প্রশিক্ষণ ও ভাতা প্রদান করা হবে। স্কিলস ফর অ্যামপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেপ) প্রকল্পের আওতায় ১৩ হাজার ৫ জন নির্মাণকর্মীকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেবে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি (বিএসিআই)। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। ইতোমধ্যে ৩ হাজার জনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের দেওয়া হবে মাসিক ভাতা, কোর্স শেষে মিলবে সনদ। চাকরির ব্যাপারে সহায়তাও করবে কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে ছয়টি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাড়তে পারে। কোর্স শুরুর আগে বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান এই প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন তারা তাদের সুবিধার্থে বিভিন্ন রকম প্রচারণা চালাচ্ছেন। কোর্স শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়া হয়। উত্তীর্ণদের দেওয়া হয় সনদপত্র। কোর্সে অংশ নেওয়ার জন্য কোনো ফি লাগবে না। উপরন্তু প্রতি মাসে ভাতা হিসেবে দেওয়া হয় তিন হাজার ১'শ ২০ টাকা। অর্থাত্ তিন মাসের কোর্সে একজন প্রশিক্ষণার্থী ৯ হাজার ৩৬০ টাকা পাবে। দূর থেকে আসা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে কয়েকটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে। সে

ক্ষেত্রে তাদের থাকা-খাওয়ার বদলে মাসিক ভাতা কেটে নেওয়া হয়। প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী ৭০ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থীর চাকরির ব্যবস্থা করার কথা রয়েছে। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি বিএসিআইয়ের সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রার্থীদের চাকরির ব্যবস্থা করে থাকে।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

আমাদের দেশে অনেক বড় বড় নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এই খাতে বর্তমানে অন্য দেশের শ্রমিকরা কাজ করছে। আমাদের দেশে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে যারা কাজ করে তাদের বেশির ভাগই স্কুল পর্যায়ে ঝরেপড়া, অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত শ্রেণির হয়ে থাকে। এদের কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ থাকে না। অন্যের কাজ দেখে দেখেই তারা শিখে। এখন দেশে অনেক ২০-৩০তলা উঁচু ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। তৈরি করা হচ্ছে ফ্লাইওভার, সেতু। এসব প্রকল্পে যে নির্মাণ শ্রমিকরা কাজ করে তাদের ভালো মানের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আর এরই উদ্দেশ্যে দেশে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করা হচ্ছে। শুধু দেশেই নয়, দেশের বাইরেও তারা যেন দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে সেজন্য তাদেরকে আর্ন্তজাতিকমানের সনদ ও প্রদান করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ

বর্তমান প্রকল্পে ১১টি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর মধ্যে ৭টিই হচ্ছে ট্রেড কোর্স এবং চারটি ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ের কোর্স। ট্রেড কোর্সগুলো হলো—টাইলস অ্যান্ড মার্বেল ওয়ার্কস, পেইন্টিং, মেশিনারি, প্লাম্বিং, ইলেকট্রিক্যাল, রড বাইন্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন ও অ্যালুমিনিয়াম ফেব্রিকেশন। প্রতিটি কোর্সের মেয়াদ তিন মাস। ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ের কোর্সগুলো হলো—প্রজেক্ট প্রপোজাল প্রিপারেশন, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং ক্যাড (টুডি ও থ্রিডি)। ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ের বাকি তিনটি কোর্সে প্রশিক্ষণের মেয়াদ দুই মাস। ক্যাড কোর্সে তিন মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তিন মাসমেয়াদি কোর্সে ৩০০ ঘণ্টা এবং দুই মাসমেয়াদি কোর্সে ৫০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

প্রশিক্ষণ নিতে যে যোগ্যতা দরকার

স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট (সেপ) প্রকল্পের অধীনে পুরুষ ও নারী উভয় প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। সব কোর্সেই নতুনদের পাশাপাশি এসব পেশায় নিয়োজিতরাও প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। ট্রেড কোর্সে অংশ নিতে হলে কমপক্ষে পঞ্চম শ্রেণি পাস হতে হবে। তত্ত্বীয় ক্লাস থাকার কারণে ন্যূনতম পড়াশোনা জানা দরকার। এখানে বয়সের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যারা প্রশিক্ষণ নিতে চান তাদের বয়স কমপক্ষে ১৫ বছর হতে হবে। তবে ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ের কোর্সগুলোতে অংশ নিতে হলে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রি পাস হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম ও বাছাই পদ্ধতি

যেসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সেসকল কেন্দ্র থেকে সরাসরি আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন আগ্রহীরা। অনলাইনে সেপ প্রকল্পের ওয়েবসাইট (seip-fd.gov.bd) থেকেও আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন। পূরণকৃত আবেদন ফরমটি যে কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক সেখানে জমা দিতে হবে। প্রতি ব্যাচে ৩০জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। এজন্যই আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হলে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থীর কাজের প্রতি আগ্রহ, প্রশিক্ষণ নিলে সে এ পেশায় আসবে কি-না, এ ধরনের প্রশিক্ষণ কেন নিতে চায়, প্রশিক্ষণ নিলে কিভাবে লাভবান হবে এসব বিষয় যাচাই করা হয়। নির্মাণশিল্পে কাজ করতে হলে প্রার্থীকে অবশ্যই শারীরিকভাবে উপযুক্ত ও কর্মক্ষম হতে হবে। মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থীর শারীরিক ফিটনেসও দেখা হয়। স্কুল বা কলেজে পড়াশোনা করছে কিংবা যারা এ পেশায় আসতে আগ্রহী না এমন প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ নিতে অনুতসাহিত করা হয়। যোগ্য প্রার্থীরা এক ব্যাচে সুযোগ না পেলে পরবর্তী ব্যাচে তাদের সুযোগ দেওয়া হবে।

প্রশিক্ষণের পদ্ধতি

পূর্ববর্তী কোর্সগুলোতে প্রশিক্ষণ কোর্সকে দুই ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কোর্সগুলোও দুই ভাগে ভাগ করা হবে। আর তা হলো—তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক। কোর্সের মোট সময়ের মধ্যে তত্ত্বীয় অংশে ২০ শতাংশ এবং ব্যবহারিক অংশে ৮০ শতাংশ বরাদ্দ থাকে। হাতে-কলমে শেখার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীদের তৈরি কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী। ক্লাস নেন বিএসসি ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা। ব্যবহারিক ক্লাস নেন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও। প্রশিক্ষণার্থীরা কেমন কাজ শিখছে তা তদারকি করেন বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞরা।

সুযোগ-সুবিধা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নির্মাণশিল্পে শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও প্রচুর কাজের সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন দেশে নির্মাণ শ্রমিক পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ। কিন্তু প্রশিক্ষণ না থাকায় অন্য দেশের প্রশিক্ষিত কর্মীদের সমান কাজ করেও তারা কম বেতন পায়। প্রশিক্ষিত নির্মাণ শ্রমিকদের বিদেশে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠান সাভারের আল ইসলাম টেকনিক্যাল অ্যান্ড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারে এসব প্রশিক্ষিত নির্মাণ শ্রমিক পাঠাতে সহযোগিতা করবে প্রতিষ্ঠানটি। দক্ষ লোকবল তৈরিতে অবদান রাখার পাশাপাশি দেশের অর্থ উপার্জনের একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দিচ্ছে প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো।

যে প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশিক্ষণ দিচ্ছে

মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ট্রেনিং পল্লবী, মিরপুর-১২। ফোন :৯০০২৫৪৪, ৯০০২৪৯৩। মনটেজ ট্রেনিং অ্যান্ড সার্টিফিকেশন,গাজীপুর। ফোন :৯৮১৬৩৫১। ইউসেপ, মিরপুর ২, ঢাকা, ফোন :৯০৩১০১৪। আল ইসলাম টেকনিক্যাল অ্যান্ড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট আনারকলি, সাভার, ঢাকা। ফোন :০১৭২০০২৫২৯৯। বাংলাদেশ টেকনিক্যাল ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, চৌহাট্টা, সিলেট। ফোন :০১৭১১৯৭৯২০৮। স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন :০১৯১৪৯২৫২৬৯।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত